গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.imli.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.২৬.০০০০.১০২.১০.০০০২.২২- ৯৬৭

তারিখ : ২১শে পৌষ ১৪৩২
৫ই জানুয়ারি ২০২৬

বিষয়: 'মাতৃভাষা পত্রিকা' প্রকাশের জন্য গবেষণা-প্রবন্ধ আহ্বান।

প্রিয় মহোদয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নিয়মিত রিভিউড গবেষণা জার্নাল হচ্ছে *মাতৃভাষা পত্রিকা*। এই গবেষণা পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা (১২তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২৬) প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জার্নালে প্রকাশের জন্য নিম্নে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ২, ৩ ও ৪ নং-এ বর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণে প্রস্তুতকৃত প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

০২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায় (বাংলা) প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম:
প্রেরিতব্য প্রবন্ধের বিষয়:

- বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের মাতৃভাষা পরিস্থিতি;
- টেকসই উন্নয়ন ও মাতৃভাষা;
- ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেন্ডার;
- মাতৃভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান;
- মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান;
- সমাজভাষাবিজ্ঞান;
- বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষাব্যবস্থাপনা;
- সাহিত্য ও ভাষা;
- গণমাধ্যম ও মাতৃভাষার ব্যবহার;
- শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাতৃভাষার গুরুত্ব;
- ভাষা ও সংস্কৃতি;
- বহুভাষিক রাষ্ট্রে ভাষিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ভাষাপরিকল্পনা;
- ভাষার নথিবদ্ধকরণ (Documentation), ভাষা-সংরক্ষণ (Preservation) ও প্রমিতায়ন (Standardization), মাতৃভাষায় অভিধান প্রণয়ন, শিশুপাঠ্য বই (Primer) রচনা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে মাতৃভাষার ব্যবহার;
- লিখনব্যবস্থা নেই এমন মাতৃভাষার লিখনব্যবস্থা প্রবর্তন, মাতৃভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও বাগর্থতত্ত্ব (SemanticS)।

নিচে বর্ণিত প্রবন্ধ কাঠামো, লেখার নিয়ম এবং তথ্য নির্দেশ অনুসরণ না করা হলে লেখা প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রহণযোগ্য/বাতিল বলে বিবেচিত হবে

০৩. প্রবন্ধ কাঠামো

শিরোনাম (Title)
সারসংক্ষেপ (Abstract)
মূলশব্দ (Keywords)
ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা সমস্যার সনাক্তকরণ/সমস্যার বিবৃতি (Identification of Research Problem/Statement of the problem/Statement of the Topic)
গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the research)
পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ (Literature review)
গবেষণার যৌক্তিকতা (Research Rational)
গবেষণা-প্রশ্ন (Research Questions)
গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো (Research theoretical framework)
গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology)
গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা (Discussion)
গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল (Results and Findings of the research)
সুপারিশমালা (Recommendation)
উপসংহার (Conclusion)
তথ্য-নির্দেশ (References)
বি. দ্র. Reference System APA 7th edition অনুসরণ করুন।
রেফারেন্স সিস্টেমের লিংক: https://imli.portal.gov.bd/site/page/94efd24a-fa62-44c2-a16e-4a972b57c4b6/-

০৪. **লেখার নিয়ম**

১ প্রবন্ধ অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখিত, অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

২ প্রবন্ধের সঙ্গে ইংরেজিতে Abstract বা সারসংক্ষেপ (ন্যূনাধিক ১৫০-২০০ শব্দে) বাম ও ডান দিকে ০.২৫ ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে ও মূলশব্দ (Key words) বাংলায় (ব্রাকেটে ইংরেজি ১২ পয়েন্টে হবে) ১৪ পয়েন্টে থাকতে হবে। Abstract বা সারসংক্ষেপ, রেফারেন্স, মূল টেক্সসহ প্রবন্ধ সর্বোচ্চ ৫০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।

৩ প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'ইউনিকোড' (যে কোনো ফন্ট) ফন্টে ১.৫ লাইন-ব্যবধান অনুসরণ করে কম্পোজ করতে হবে। হার্ড কপি জমা দেওয়ার সময় একপাশে প্রিন্ট করে দুই (২) সেট জমা দিতে হবে। প্রবন্ধের সাথে প্লেজারিজম চেকের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

৪ মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্র থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন: ১,২,৩...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) জরুরি।

৫ প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাম ও ডান দিকে 1/4 (.২৫) ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্ক্তিবিন্যাস অক্ষুন্ন থাকবে।

৬ বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত *আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮ মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ১, ২, ৩ ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

৯ অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম:

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদ-এর বাক্যতত্ত্ব বইয়ের ২০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে:

ছাত্রদের বাক্যবোধ জাগানোর চেষ্টা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে খুব প্রবল নয়; কিন্তু পশ্চিমে এ-চেষ্টা অন্তহীন। সেখানে শিক্ষার্থীদের মনে বাক্যবোধ সৃষ্টির নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়, ও শুদ্ধ বাক্য রচনার কৌশল শেখানো হয় নিত্য অভিনব উপায়ে। তবুও ত্রুটি ঘটে, যা অনেকে লালন করে সারা জীবন (আজাদ, ১৯৮৪: ৮)।

১০ গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্য-নির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।

১১ প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।

১২ প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার দুটি কপি এবং তাঁর লেখার ৫ কপি অফপ্রিন্ট পাবেন।

১৩ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

১৪ নির্বাচিত কোনো প্রবন্ধ স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হলে তা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

১৫ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে আমাই কর্তৃক নির্ধারিত রেফারেন্স অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় লেখা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না। আমাইয়ের রেফারেন্স পদ্ধতি www.imli.gov.bd ঠিকানায় প্রকাশনা অংশে দেওয়া আছে।

১৬ প্রবন্ধে মূল পাঠের শেষে একটি তথ্য-নির্দেশ (reference) থাকবে। এই তথ্য-নির্দেশে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তথ্য-নির্দেশ রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। এছাড়া পত্রিকার উল্লেখ থাকলে তা বইয়ের নামের পরে যাবে। তথ্য-নির্দেশের ক্ষেত্রে (hanging) ১/২ (.৫) ইঞ্চি হবে । রচনার নিয়ম নিম্নরূপ:

তথ্য-নির্দেশ

রাজীব, হুমায়ুন। (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

Hai, Muhammad Abdul. (1960). *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Naslization in Bengali.* The University of Dhaka.

১. একক লেখকের ক্ষেত্রে

সরকার, পবিত্র। (১৪০৫)। *ভাষা, দেশ, কাল*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলিকাতা।

২. দুইজন লেখকের ক্ষেত্রে

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব। (২০০৪)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

৩. দুইয়ের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে

খান, শামসুজ্জামান, ইসলাম, আজহার ও হোসেন, সেলিনা (সম্পা.)। (১৯৮৫)। *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

৪. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ

রফিক, আহমদ। (২০২১)। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস-প্রতিমা। সাজ্জাদ আরেফিন (সম্পা.), *একুশের কবিতা পরিচয়*। প্রথম খন্ড। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

৫. গবেষণা জার্নাল থেকে প্রবন্ধ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৩২৪)। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ২৪শ ভাগ (১৩২৪), ২১৩-২৫২। [১৯১৭]

৬. লেখকহীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস [কারাস]। (২০২১)। *জীবনযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭. একই বছরে একই লেখকের প্রকাশিত একাধিক প্রকাশনা

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১ক)। খেলারাম খেলে যা। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

—————। (১৯৯১খ)। মেঘ ও মেশিন। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

—————। (১৯৯১গ)। *ইহা মানুষ*। শিখা প্রকাশনী: ঢাকা।

৮. অনলাইন/ইন্টারনেট উৎস থেকে

রায়, কৃষ্ণা। (জানুয়ারি ৯, ২০২২)। সৃজনশিল্পী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী এবং ওকাকুরা কাকুজো। *দৈনিক আনন্দবাজার*। প্রবেশ ৭ই জুলাই ২০২৪,

https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/special-write-up-about-priyam vada-devi-and-his-love-towards-rabindranath-tagores-poem/cid/1322644

৯. লেখকহীন এবং তারিখহীন উল্লেখ

Pet therapy. (n.d.). Retrieved from http://www.holisticonline.com/ stress/stress_pet-therapy.html

১০. গবেষণা পত্রিকা

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর। (২০০৮)। বাংলা কর্মবাচ্য: গঠন বিশ্লেষণ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১. ব্লগ পোস্ট থেকে

আহমেদ, বখতিয়ার। (২০১৩)। ভাষা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্র। [ব্লগ পোস্ট]। নেয়া হয়েছে ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪, https://rashtrochinta.org/blog-post/ভাষা-সংস্কৃতি-ও-জাতিসত্তা/

১২. অভিধান থেকে (সরাসরি/অনলাইন)

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সঙ্ক.)। (১৯৯৮)। *সংসদ বাংলা অভিধান* (দ্বাবিংশতিতম মুদ্র.)। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

Cambridge dictionaries online. (2011). Retrieved from http://dictionary.cambridge.org/

১৩. ভিডিও/ডিভিডি/ইউ টিউব থেকে

Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

১৪. ম্যাগাজিন/সাময়িকী থেকে

করিম, মীর রেজাউল। (২০২৪)। এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী হবে? পড়েই বা কী লাভ হচ্ছে? *দৃষ্টি*, ১।

১৫. দৈনিক পত্রিকা থেকে

রহমান, মিজানুর। (মার্চ, ২০২২)। ১৩৫ মনের মুক্তিযোদ্ধা সনদের তথ্যে গরমিল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৩।

ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন। (২০২২, মার্চ ১৩)। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৭।

১৬. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

নেছা, করিমন। (২০১৪)। বাংলা কোড সংহিতা: একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. পুস্তিকা/ব্রোশিউর/বুকলেট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (২০১০)। International Mother Language Institute (IMLI) [ব্রোশিউর]। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকা।

০৫. *মাতৃভাষা পত্রিকা*-র উল্লিখিত সংখ্যার জন্য আগামী **৩০শে জানুয়ারি ২০২৬** তারিখের মধ্যে প্রবন্ধের সফট (Soft) কপি (MS word এবং PDF উভয় ফরম্যাটে) imli.moebd@gmail.com, adpublication2001@gmail.com, pofficer2001@gmail.com ঠিকানায় প্রেরণসহ ০২ (দুই) সেট মুদ্রিত (Hard) কপি পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০) বরাবর পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

(অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান)
পরিচালক
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ফোন : ০২-৮৩৯১৩৪৬
ই-মেইল: imli.moebd@gmail.com

স্মারক নং-রেজি:/প্রশা:-৩/ ৫০০৭৯ - তিন

তারিখ: ৫/১০ /১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৯/১ /২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিতদের নিকট অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):-

১. ডিন, সকল অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
২. চেয়ারম্যান, সকল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
৩. পরিচালক, সকল ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
৪. পরিচালক, আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থগ্রহণের জন্য অনুরোধসহ।

১৯/০১/২০২৬
(সৈয়দা মাসুদা আক্তার)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন-৩)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন ঃ ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪০২১